



Vol. 55 | No. 2 | 2018



সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা যৌগিক শব্দের রূপনির্মাণ কৌশল

Volume	55
Issue	2
Year	2018
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সাইফিন রুবাইয়াত
Published online	February 1, 2018
DOI	10.62328/sp.v55i2.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v55i2.7
Pages	১৩৭-১৫২
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলা যৌগিক শব্দের রূপনির্মাণ কৌশল

সাইফিন রুবাইয়াত*

সারসংক্ষেপ : ভাষার শব্দ গঠনের একটি প্রক্রিয়া যৌগিকীকরণ (Compounding)। সাধারণত দুটি শব্দ কিংবা শব্দরূপ (Word Form) একত্রে মিলে নতুন একটি শব্দগঠনের প্রক্রিয়াকেই বলা হয় যৌগিকীকরণ আর যৌগিকীকরণ প্রক্রিয়ায় গঠিত শব্দটি হলো যৌগিক শব্দ। তবে দুয়ের অধিক শব্দ মিলেও যৌগিক শব্দ গঠিত হতে পারে এবং যৌগিক শব্দ সীমিত অর্থে কেবল ‘শব্দ’ নয়, কখনো বাক্যে একটি বর্ণের ন্যায় ভূমিকা পালন করে। বাংলা ভাষার প্রথাগত ব্যাকরণ গ্রন্থসমূহে বর্ণিত ‘সমাস’ই হলো যৌগিকীকরণ। প্রথাগত ব্যাকরণগ্রন্থে উপস্থাপিত সমাসের বর্ণনা সংস্কৃত ব্যাকরণের ‘সমাস’ দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং তৎসম শ্রেণিনামের বাহুল্যে ভারাক্রান্ত। বস্তুত যৌগিকীকরণ শব্দগঠনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। কারণ শব্দগঠনের অন্যান্য প্রক্রিয়াসমূহের মধ্যে যৌগিকীকরণ সবচেয়ে সৃজনশীল একটি ক্ষেত্র। আর তাই ‘যৌগিকীকরণ’ আধুনিক ভাষাবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের দ্বারা বিশ্লেষণের দাবিদার। এ দৃষ্টিকোণ থেকে রূপতত্ত্বের অন্যতম প্রধান ধারা অখণ্ড রূপতত্ত্বের (Whole Word Morphology) মডেলের সাহায্যে বাংলা যৌগিক শব্দের সংগঠন বিশ্লেষণই বর্তমান প্রবন্ধের উপজীব্য।

চাবি শব্দ: যৌগিকীকরণ (Compounding, যৌগিক শব্দ (Compound / Compound word), অখণ্ড রূপতত্ত্ব (Whole Word Morphology), রূপতাত্ত্বিক বিনিময় (Morphological Correspondence), ব্যাসবাক্য, বিগ্রহবাক্য, পূর্বপদ, পরপদ, সমস্তপদ, সমস্যমান পদ, দ্বিরুক্তি (Reduplication), বিকেন্দ্রিক যৌগিক (Exocentric Compound), প্রকেন্দ্রিক (Endocentric), বর্ণ (Phrase), বি (বিশেষ্য), বিণ (বিশেষণ), ক্রি (ক্রিয়া)।

১. ভূমিকা

বাংলা ভাষার শব্দগঠনের প্রক্রিয়াসমূহের মধ্যে যৌগিকীকরণ (Compounding) অন্যতম। একের অধিক শব্দ (Word) কিংবা শব্দরূপ (Wordform / Stem) মিলে শব্দগঠনের প্রক্রিয়াকে বলে যৌগিকীকরণ আর এ প্রক্রিয়ায় গঠিত শব্দকে বলা যায় যৌগিক শব্দ (Compound / Compound word)। বস্তুত প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণ অনুসারে সমাসের প্রক্রিয়ায় গঠিত ‘সমস্তপদ’ই আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের পরিভাষায়

*সহকারী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

‘যৌগিক শব্দ’। কারণ পাণিনীর ব্যাকরণে ২.১.১ সংখ্যক সূত্রে উল্লেখিত আছে “সমর্থঃ পদবিধিঃ”, অর্থাৎ “পদসম্বন্ধীয় বিধিকে সমর্থীকৃত কহে”, যা সমাসের পরিচয় ও প্রকৃতিকে নির্দেশ করে। (সেন, ২০০৫ : ৩৭৫, ৩৭৬) যৌগিকীকরণ ভাষার শব্দগঠন প্রক্রিয়াসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ যৌগিকীকরণের মাধ্যমে প্রতিনিয়তই ভাষায় নতুন শব্দ সৃজিত হয়। বাংলা ভাষায় এ প্রক্রিয়ায় মূলত বিশেষ্য, ক্রিয়া এবং বিশেষণ গঠিত হয় এবং যৌগিকীকরণের মাধ্যমে গঠিত বলে এগুলিকে আমরা যৌগিক বিশেষ্য, যৌগিক ক্রিয়া এবং যৌগিক বিশেষণ বলতে পারি। এ প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যৌগিক বিশেষ্য : কথাসাহিত্য, কাঁটা চামচ, সুদমুক্ত ঋণ; যৌগিক ক্রিয়া : কথা দেওয়া, ঘোরা ফেরা; এবং যৌগিক বিশেষণ : পোড়াকপালী, কপর্দকশূন্য – এধরনের শব্দসমূহ। বাক্যে শব্দের চেয়ে বৃহত্তর বাক্যিক উপাদান বর্গ (Phrase) গঠনের উপাদান হিসেবে কিংবা বর্গ হিসেবে যৌগিক শব্দের সংগঠন বিবেচনায় চারটি নির্ণায়ক বিবেচ্য, যথা; রূপতাত্ত্বিক নির্ণায়ক (Morphological Criteria), বাগার্থিক নির্ণায়ক (Semantic Criteria), ধ্বনিতাত্ত্বিক নির্ণায়ক (phonological Criteria), বানান সম্বন্ধীয় নির্ণায়ক (Orthographic Criteria) এবং বাক্যিক নির্ণায়ক (Syntactic Criteria)। রূপতাত্ত্বিক বিবেচনায় একটি ভাষিক সংগঠনকে যৌগিক শব্দ হতে হলে শব্দটিকে অবশ্যই অন্তত দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত হতে হবে, এবং বাগার্থিক বিবেচনায় একাধিক শব্দের সমন্বয়ে গঠিত যৌগিক শব্দটি একটি আভিধানিক একক (Lexical Unit) হিসেবে কাজ করবে এবং একই সঙ্গে একটি আর্থ একক (Meaning Unit) হিসেবে কাজ করবে। যৌগিক শব্দ বিচারে শ্বাসাঘাতকে (Stress) অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়, (Carstairs-McCarthy, ২০০২: ৫৯) আর তাই যৌগিক শব্দ বিবেচনায় ধ্বনিতাত্ত্বিক নির্ণায়ক হিসেবে শ্বাসাঘাতকে নির্দেশ করা যায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ইংরেজি ভাষার যৌগিক শব্দে শ্বাসাঘাতের অবস্থান সূত্র-শাসিত। বাক্যিক নির্ণায়ক বলতে বাক্যে যৌগিক শব্দের ভূমিকাকে নির্দেশ করা হয় এবং যৌগিক শব্দ নির্ণয়ে এ বাক্যিক বিবেচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয় বাংলা ভাষার যৌগিক শব্দের সংগঠন বিশ্লেষণ। এ লক্ষ্যে প্রথমেই বাংলা যৌগিক শব্দ বিবেচনায় বিভিন্ন নির্ণায়কের ভূমিকা বর্ণনা করা হবে এবং বাংলা যৌগিকের প্রচলিত শ্রেণিকরণের সমস্যা উপস্থাপন করে একটি তুলনামূলকভাবে জটিলতামুক্ত শ্রেণিকরণ প্রস্তাব করা হবে। এরপর যৌগিক শব্দের শ্রেণি অনুযায়ী এগুলির সংগঠন উপস্থাপনপূর্বক অখণ্ড রূপতত্ত্বের মডেল অনুসারে যৌগিক শব্দের সংগঠন বিশ্লেষণ করা হবে।

২. গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান প্রবন্ধটি মূলত একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ। কারণ প্রচলিত ব্যাকরণিক তত্ত্বের বিশ্লেষণই বর্তমান প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য। বাংলা ভাষার যৌগিক শব্দের শ্রেণিকরণ ও সংগঠন বিশ্লেষণের জন্য মূলত বাংলা ভাষার অন্যতম প্রচলিত স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণ মুনির চৌধুরী এবং মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী রচিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ গ্রন্থ থেকে

উপাত্ত গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য এ ব্যাকরণ গ্রন্থটি ন্যাশনাল কারিকুলাম অ্যান্ড টেক্সটবুক বোর্ড অব বাংলাদেশ (এনসিটিবি)-এর নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্য পুস্তক হিসেবে নির্দেশিত। এছাড়া বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন অভিধান থেকেও উপাত্ত-সহায়তা নেয়া হয়েছে। তাই মুনীর চৌধুরী এবং মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী রচিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ গ্রন্থকে বর্তমান প্রবন্ধের প্রাথমিক উপাত্ত-উৎস এবং অভিধানসমূহকে দ্বিতীয়িক উপাত্ত-উৎস হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলা ভাষার যৌগিক শব্দ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অ্যালান ফোর্ড ও রাজেন্দ্র সিংহ প্রস্তাবিত অখণ্ড রূপতত্ত্বের (Whole Word Morphology) রূপতাত্ত্বিক বিনিময় (Morphological Correspondence) মডেলটি প্রয়োগ করা হবে।

৩. পূর্বপাঠ

বাংলা ভাষার যৌগিক শব্দের ঠিকুজি অনুসন্ধানের আদি সূত্র পাণিনির ব্যাকরণ অষ্ট্যাধ্যায়ী। তিনি তাঁর ২.১.১ সংখ্যক সূত্রে “সমর্থঃ পদবিধিঃ” কথাটির দ্বারা সমাস কী এবং সমাসের গঠন সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। এ সূত্রের ব্যাখ্যায় শিশির ভট্টাচার্যের উদ্ধৃতি উল্লেখ্য, “... অর্থগত ও অন্বয়গত অর্থাৎ বাক্যবিন্যাসগতভাবে সম্পর্কিত একাধিক পদ মিলিত হয়ে শব্দ গঠনের যে পদ্ধতি তার নাম ‘সমাস’” (ভট্টাচার্য, ২০১৩, ৩৮)। সুতরাং ভাষাবিজ্ঞানের ভাষ্যে একের অধিক শব্দ কিংবা শব্দরূপ মিলিত হয়ে শব্দ গঠনের যে প্রক্রিয়া তা স্পষ্টতই প্রথাগত ব্যাকরণের ‘সমাস’কে নির্দেশ করে। সমাসের সবচেয়ে সহজবোধ্য সংজ্ঞা পাওয়া যায় মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী রচিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ গ্রন্থে, “সমাস মানে সংক্ষেপ, মিলন, একাধিক পদের একপদীকরণ” (চৌধুরী ও চৌধুরী, ২০১৬ : ৬১)। বাংলা ভাষার স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণ গ্রন্থসমূহে সমাসের আলোচনায় প্রথমেই সংজ্ঞা এবং তারপর সমাসের শ্রেণিকরণ উল্লেখ করা হয়ে থাকে। বাংলা ব্যাকরণে ‘সমাস’কে একটি ব্যাকরণিক প্রক্রিয়া হিসেবে বর্ণনা করা হয় এবং সমাসের মাধ্যমে গঠিত শব্দটিকে বলা হয় ‘সমস্তপদ’ যার সমার্থে ‘যৌগিক শব্দ’ পরিভাষাটি গ্রহণ করা যায়। সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং সংস্কৃত প্রভাবিত বাংলা ব্যাকরণে সমাস বর্ণনায় যে পরিভাষাগুলি ব্যবহৃত হয় সেগুলি হলো ব্যাসবাক্য, বিগ্রহবাক্য, পূর্বপদ, পরপদ, সমস্তপদ, সমস্যমান পদ ইত্যাদি (বাংলা একাডেমি, ২০১১ : প্রথম খণ্ড, ৩০৩)। যেসকল শব্দরূপ নিয়ে সমস্ত পদ বা যৌগিক শব্দ গঠিত হয় সেগুলিকে বলে ‘সমস্যমান পদ’ যার প্রথম অংশটিকে ‘পূর্বপদ’ এবং দ্বিতীয় অংশকে ‘পরপদ’ বলা হয়। এছাড়া সমাসের আলোচনায় আরেকটি পরিভাষা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়, সেটি হলো ‘বিগ্রহবাক্য’ যা সমাস বর্ণনার ক্ষেত্রে একটি সমস্যা। ‘বিগ্রহ বাক্য’ বলতে সমস্ত পদকে ভেঙে যে বাক্যাংশ করা হয় তাকে নির্দেশ করা হয় এবং বিগ্রহ বাক্যের আরো দুটি সমার্থ শব্দ প্রচলিত আছে সেগুলি হলো ‘ব্যাসবাক্য’ ও ‘সমাসবাক্য’। বস্তুত ব্যাকরণগ্রন্থে এ অজস্র বিগ্রহবাক্যের উল্লেখ অপ্রয়োজনীয়। কারণ প্রথমত, ভাষা অর্জনের প্রক্রিয়ায় শিশুরা তাদের সহজাত (Innate) ভাষাবোধের

(Language Competence) দ্বারা প্রকেন্দ্রিক যৌগিক (Endocentric Compound) শব্দসমূহের অর্থ অনুধাবন করতে সক্ষম। দ্বিতীয়ত, বিকেন্দ্রিক (Exocentric Compound) যৌগিক শব্দসমূহ অভিধানে অন্তর্ভুক্ত থাকে বলে ভাষীরা প্রয়োজনে অভিধান থেকে এসকল যৌগিক শব্দের অর্থ সম্পর্কে অবগত হতে পারে। তৃতীয়ত, ভাষা যেহেতু সৃষ্টিশীল তাই প্রতিনিয়ত নবসৃজিত অসংখ্য যৌগিক শব্দের বিগ্রহবাক্য ব্যাকরণ গ্রন্থে উল্লেখ করা একটি অসম্ভব ব্যপার।

১৮০১ সালে প্রকাশিত উইলিয়াম কেরি তাঁর রচিত *A Grammar of the Bengalee Language* গ্রন্থে সমাসকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন (দাশ, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ: ৯০। তাঁর ব্যাকরণে সমাসের অন্তর্ভুক্তির বিষয়টিই অভিনব। কারণ বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ ১৭৪৩ সালে প্রকাশিত মনোএল দ্য আসসুম্পসাউঁ রচিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ *Vocabulario em idioma Bengalla e Portuguez dividido em duas partes* গ্রন্থে ‘সমাস’ কিংবা যৌগিক শব্দ বিষয়ক কোনো আলোচনা স্থান পায়নি (দাশ, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ: ১৫)। বাংলা ভাষার দ্বিতীয় ব্যাকরণ হিসেবে বিদিত ১৭৭৮ সালে প্রকাশিত নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড প্রণীত *A Grammar of the Bengal Language* গ্রন্থেও এ সংক্রান্ত কোনো আলোচনা নেই। কেরির ব্যাকরণেই প্রথম ‘Of Compound words’ শিরোনামে একটি অধ্যায় সন্নিবেশিত হয়েছে। কেরি সমাস পর্যালোচনায় সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্র অবলম্বন করলেও বাংলা ভাষার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ উদাহরণ দেখিয়েছেন। তিনি বাংলা ভাষার শব্দসম্ভারের “একটি বড় অংশ এই ধরনের যৌগিক তথা ‘সমস্তপদ’ নিয়ে গঠিত” বলে মত দিয়েছেন (দাশ, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ : ৯৯)। ১৮২৬ সালে প্রকাশিত রাজা রামমোহন রায়ের *Bengalee Grammar in the English Language* গ্রন্থে তিনি সমাস বিষয়ক যে পর্যালোচনা প্রস্তাব করেছেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সংস্কৃত ব্যাকরণের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে তিনিই প্রথম শব্দ কিংবা শব্দরূপের প্রথাগত অর্থনির্ভর অন্বয়কে অগ্রাহ্য করে বাক্যিক ক্যাটেগরিভিত্তিক শ্রেণিকরণ প্রস্তাব করেন (দাশ, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ : ১৪১)। আর এ কারণেই যৌগিক শব্দ সংক্রান্ত তার আলোচনা আধুনিকতার আভাস দেয়। রাজা রামমোহন সমাস বোঝাতে ‘Compounded’ পরিভাষা ব্যবহার করেছেন এবং চার প্রকার ‘সমস্তপদ’ নির্দেশ করেছেন এবং এক্ষেত্রে তিনি বাংলা ভাষায় প্রযুক্ত সংস্কৃত ব্যাকরণের সমাসসমূহের প্রচলিত শ্রেণিনামও বর্জন করেছেন, যথা: ১) পূর্বপদ বিশেষ্য + কৃদন্ত পদ (হাতভাঙ্গা); ২) বিশেষ্য + বিশেষ্য (তালপুকুরে); ৩) বিশেষণ + বিশেষ্য (মিষ্টমুখো); এবং ৪) “Compounded of two words, generally signifying mutual or vehement action, having the final vowel changed into ই” (মারামারি, দৌড়াদৌড়ি)।

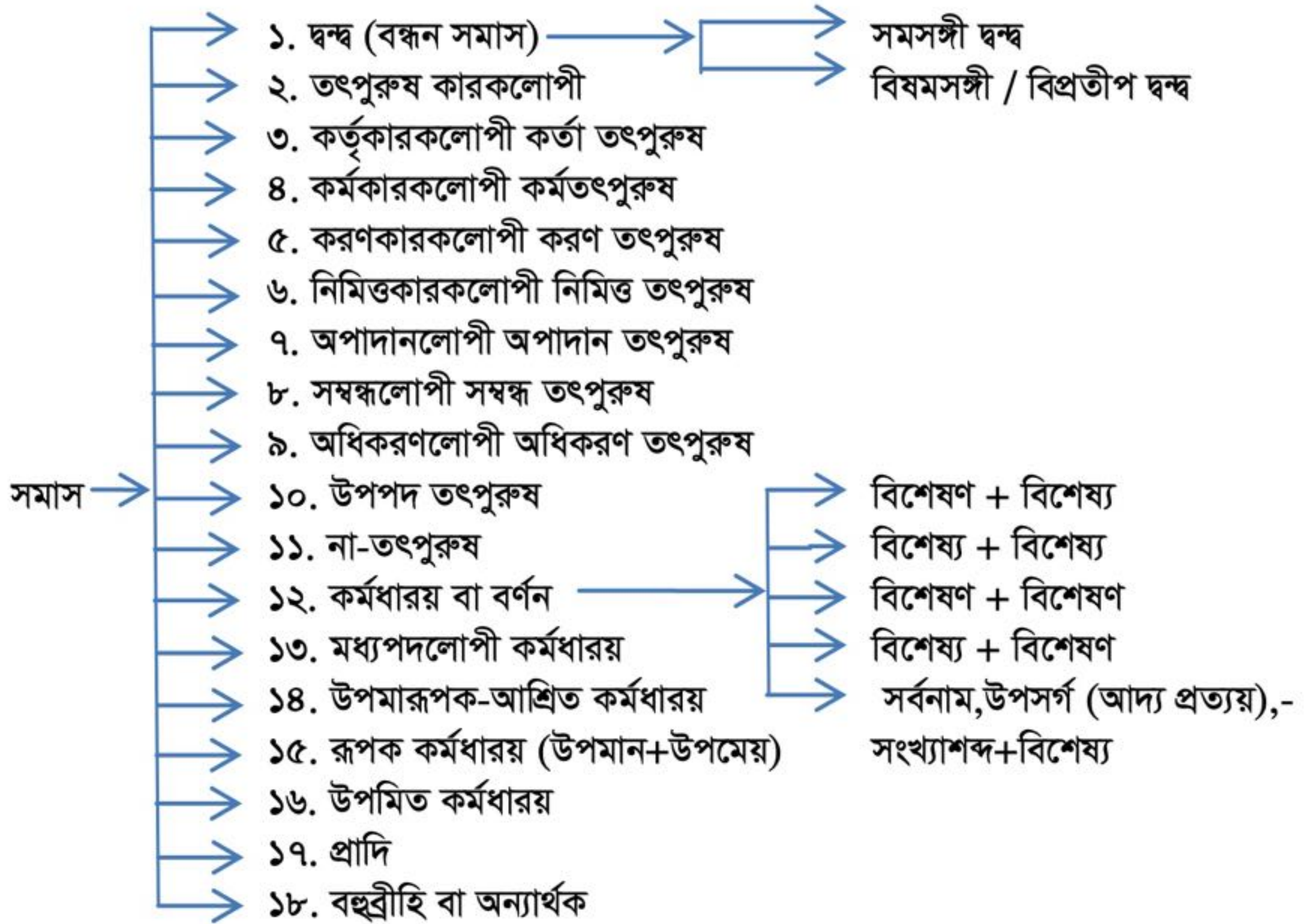
সুকুমার সেনের মতে, বাংলা ভাষার সমাস পদ্ধতি সংস্কৃত ভাষার অনুযায়ী নয়, বরং আফদ ভারতীয় আর্যের অনুযায়ী এবং বাংলায় বৈদিকের মতো দুটি শব্দ নিয়েই সাধারণত সমাসপদ গঠিত হয় (সেন, ২০০১ : ২৬১)। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে,

“সংস্কৃতে সমাসের ব্যাপারে পাণিনির অনুশাসন সবসময় মানা হয় নাই।... বাঙ্গালার সমাস-পদ্ধতি অনেক অংশে কথ্য সংস্কৃতির তথা অপভ্রংশের অনুসারী।” বাংলা ভাষার সমাস পর্যালোচনায় ব্যাকরণবিদ তথা ভাষাবিজ্ঞানীরা প্রধানত অর্থনির্ভর শ্রেণিকরণ করেছেন। এক্ষেত্রে তারা শব্দটি গঠনে অংশী শব্দ কিংবা শব্দরূপের বাগার্থিক অন্বয়কেই প্রাধান্য দিয়েছেন, সুকুমার সেনও এই প্রথার ব্যতিক্রম নন। তিনি বাংলা ভাষার সমাসের আটটি শ্রেণি প্রস্তাব করেছেন, যথা : কর্মধারয় (কাঁচকলা, অরুণরাঙা), বহুব্রীহি (ঘরমুখো), ব্যতিহার (মারামারি, হাসাহাসি), দ্বিগু (দু-পণ), দ্বন্দ্ব (বাপদাদা, ভূতপেত্নী), অব্যয়ীভাব (কমবেশি, নিয়মমাফিক), ক্রিয়াসমভিব্যাহার (মারধর, ওঠবস), এবং বর্গীয় (Phrasal or Syntactic) সমাস (যাচ্ছেতাই, না-দেখা ফুলে)। সুকুমার সেন কর্তৃক সমাসের এ প্রথাগত শ্রেণিকরণের উল্লেখযোগ্য দিক হলো তিনি বর্গীয় সমাস প্রস্তাব করেছেন যা পরবর্তীকালের স্কুলপাঠ্য ব্যাকরণে আর দেখা যায় না। মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী তাঁদের গ্রন্থে ছয় প্রকার (দ্বন্দ্ব, কর্মধারয়, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি, দ্বিগু ও অব্যয়ীভাব) সমাস দেখালেও দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি ও অব্যয়ীভাব সমাসকে বাংলা ভাষার সমাসের মূল শ্রেণি হিসেবে উল্লেখ করেছেন (চৌধুরী ও চৌধুরী, ২০১৬ : ৬১)।

পবিত্র সরকার তাঁর বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ গ্রন্থে ‘সমাস’কে ‘শব্দনির্মাণ সূত্র’-এর একটি পদ্ধতি হিসেবেই উল্লেখ করেছেন (সরকার, ২০০৬)। তিনি যৌগিক শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে এর সাংগঠনিক দিকটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে অর্থের ভিত্তিতে তিনি ‘সমাস’-এর দুটি শ্রেণি প্রস্তাব করেছেন, যথা : ১. অর্থপূর্ণ ও (আপাত) নিরর্থক শব্দের সমাস, এবং ২. দুটি বা ততোধিক অর্থপূর্ণ শব্দের সমাস। অর্থপূর্ণ ও (আপাত) নিরর্থক শব্দের সমাস বলতে অনুকার এবং প্রতিধ্বন্যাত্মক শব্দগুলিকেও ‘সমাস’ হিসেবে নির্দেশ করেছেন; যেমন : অনুকার শব্দ – কাপড়-চোপড়, ধানাই-পানাই, চাকর-বাকর, প্রতিধ্বন্যাত্মক শব্দ – বই-টই, ঘোড়া-টোড়া। বস্তুত তিনি ‘অনুকার’ এবং ‘প্রতিধ্বন্যাত্মক’ শব্দ হিসেবে যে শব্দগুলির উল্লেখ করেছেন আধুনিক রূপতাত্ত্বিক বিচারে এগুলি দ্বিরুক্তির (Reduplication) উদাহরণ। তবে দ্বিরুক্তিবাচক শব্দগুলি যেহেতু একাধিক শব্দ কিংবা শব্দরূপের মিলন তাই তর্কাতীতভাবেই এগুলি যৌগিক শব্দ। উল্লেখ্য, বাংলা ভাষায় দ্বিরুক্তি নির্মাণের ক্ষেত্রে পূর্ণ দ্বিরুক্তি (Complete Reduplication), যেমন : লাললাল, চোখে চোখে, রাশি রাশি এবং আংশিক দ্বিরুক্তি (Partial Reduplication) লক্ষ করা যায়, যেমন : কাপড়-চোপড়, ঘোড়া-টোড়া, ভাত-টাত।

বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ গ্রন্থে সমাসকে “অভিধানের শব্দ নির্মাণের একটি প্রক্রিয়া” হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং সমাসের প্রক্রিয়ায় যে ধ্বনি পরিবর্তনও সাধিত হয় তার উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন – ‘কারাগার’ শব্দে ‘কারা’ ও

‘আগার’ শব্দ দুটি মিলে নতুন শব্দ গঠিত হয়েছে এবং স্বরলোপ ঘটেছে (ইসলাম ও সরকার, ২০১১ : প্রথম খণ্ড, ৩০৫)। বাংলা একাডেমি প্রণীত এ ব্যাকরণেও ‘সমাসের অর্থন্যাস-নির্ভর শ্রেণিকরণ’-এর সন্নিবেশ ঘটেছে। সমাসবদ্ধ দুটি পদের একটির অর্থের প্রাধান্যকে প্রামাণ্য ধরে নিয়ে তার ভিত্তিতে প্রধান চারটি সমাস – দ্বন্দ্ব, অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ, কর্মধারয় ও বহুব্রীহি সমাসের উল্লেখ করে ১৮ প্রকার সমাস দেখানো হয়েছে এ গ্রন্থে; যার মধ্যে দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ এবং কর্মধারয় সমাসের আরো কয়েকটি উপশ্রেণিও প্রস্তাব করা হয়েছে।



(ইসলাম ও সরকার, ২০১১: প্রথম খণ্ড, ৩০৫)

৪. বাংলা যৌগিক শব্দের নির্ণায়কসমূহ

বাংলা যৌগিক শব্দের রূপতাত্ত্বিক সংগঠন, ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য, অর্থ, বাক্যিক বৈশিষ্ট্য, এবং লিখিত উপস্থাপনের ভিত্তিতে যৌগিক শব্দের চারটি নির্ণায়ক চিহ্নিত করা যায়, যথা : রূপতাত্ত্বিক নির্ণায়ক, বাগার্থিক নির্ণায়ক, ধ্বনিতাত্ত্বিক নির্ণায়ক, বাক্যিক নির্ণায়ক এবং বানান সম্বন্ধীয় নির্ণায়ক। নিচে এ নির্ণায়কসমূহ বর্ণনা করা হলো।

৪.১ রূপতাত্ত্বিক নির্ণায়ক

যৌগিক শব্দ গঠনের দুটি প্রাথমিক শর্তের একটি হলো রূপতাত্ত্বিক শর্ত এবং রূপতাত্ত্বিক নির্ণায়ক দ্বারা যৌগিক শব্দের রূপতাত্ত্বিক সংগঠনকেই নির্দেশ করা হয়।

যৌগিক শব্দ গঠন করবার জন্য কমপক্ষে দুটি শব্দ প্রয়োজন, যেমন : তদন্ত কমিটি। তবে দুইয়ের অধিক শব্দের মিলনেও যৌগিক শব্দ গঠিত হতে পারে, যেমন : উচ্চ পদস্থ তদন্ত কমিটি।

৪.২ বাগার্থিক নির্ণায়ক

যৌগিক শব্দ গঠনের দ্বিতীয় প্রাথমিক শর্তটি হলো এর বাগার্থিক শর্ত, যার দ্বারা নির্দেশ করা হয় যে একাধিক শব্দের মিলনে গঠিত নতুন শব্দটি একটি ভিন্ন অর্থ বহন করবে। ‘বাগার্থিক নির্ণায়ক’ দ্বারা নির্দেশ করা হয় যে নতুন গঠিত শব্দটি একইসঙ্গে একটি আভিধানিক একক এবং একটি আর্থ একক হিসেবে কাজ করবে এবং পূর্বপদ ও পরপদের মধ্যে যেকোনো একটি পদ যৌগিক শব্দের ‘শির’ (Head) হিসেবে কাজ করবে। যৌগিক শব্দ গঠনে শির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ শির পদটির দ্বারাই যৌগিক শব্দের পদশ্রেণি (Word Class) নির্ধারিত হয়, যেমন : নীল-কণ্ঠ (বি) গঠিত হয়েছে নীল (বিণ) এবং কণ্ঠ (বি)-এর মিলনে এবং এ যৌগিক শব্দটিতে শির হিসেবে কাজ করছে কণ্ঠ (বি.) এবং নীলকণ্ঠ একটি যৌগিক বিশেষ্য পদ। উল্লেখ্য থাকে যে, যেসকল যৌগিক শব্দে শির থাকে সে ধরনের যৌগিক শব্দ হলো প্রকেন্দ্রিক (Endocentric) যৌগিক। উল্লেখ্য, বিকেন্দ্রিক যৌগিকে পূর্বপদ কিংবা পরপদ শিরের ভূমিকা পালন করে না কারণ এ ধরনের যৌগিকের ক্ষেত্রে নতুন গঠিত শব্দটি অংশী পদসমূহের সংলগ্ন কোনো অর্থ প্রকাশ না করে স্বতন্ত্র অর্থ প্রকাশ করে, যেমন : নদীমাতৃক (বিণ) একইসঙ্গে একটি বিকেন্দ্রিক এবং ‘শির’হীন শব্দ। তথাপি এ বিকেন্দ্রিক যৌগিক শব্দটিতে পরপদ মাতৃক (বিণ)-এর পদশ্রেণি দ্বারাই যৌগিক শব্দটির পদশ্রেণি নির্দেশিত।

৪.৩ ধ্বনিতাত্ত্বিক নির্ণায়ক

ইংরেজি ভাষার যৌগিক শব্দ গঠনে শ্বাসাঘাতের ভূমিকাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়, (কার্সটেয়ার্স-ম্যাককারথি, ২০০২ : ৫৯) কারণ ইংরেজি ভাষার যৌগিক শব্দে শ্বাসাঘাতের অবস্থান সূত্র-শাসিত; যেমন, *black board* এবং *black board*-এ দুটি সংগঠনে প্রথমটি একটি বাক্যিক বর্গ, এটি যৌগিক শব্দ নয় কারণ এটিতে এমন একটি বোর্ডকে নির্দেশ করা হচ্ছে যার রঙ কালো এবং শ্বাসাঘাত রয়েছে দ্বিতীয় শব্দের উপরে। দ্বিতীয় সংগঠনটিতে এমন একটি বোর্ডকে নির্দেশ করা হচ্ছে যার উপরে লেখা হয় এবং এটি একটি আর্থ একক হিসেবে কাজ করছে, এবং এ ক্ষেত্রে প্রথম শব্দের উপরে শ্বাসাঘাত রয়েছে। একইভাবে *green house* (সবুজ রং-এর বাড়ি) একটি বর্গ এবং *greenhouse* (কাঁচের ঘর যেখানে তাপ এবং পরিবেশ শাসনের মাধ্যমে উদ্ভিদ রোপন করা হয়) একটি যৌগিক শব্দ। বাংলা যৌগিক শব্দে শ্বাসাঘাত নির্ণয়ে কোনো ধ্বনিতাত্ত্বিক পর্যালোচনার সূত্র পাওয়া না গেলেও সাধারণভাবে বলা যায় বাংলা যৌগিক শব্দের সংগঠনেও শ্বাসাঘাতের ব্যবহার রয়েছে; যেমন, *রাজপথ*, *সিংহাসন*, *বিলাত ফেরত*। এগুলির প্রথমটিতে প্রথম রূপমূলের

উপরে, দ্বিতীয়টিতে দুটি রূপমূলযোগে গঠিত যৌগিক শব্দে রূপধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটেছে (যাকে প্রথাগত ব্যাকরণ অনুসারে ‘সন্ধি’ হিসেবে উল্লেখ করা যায়) এবং দ্বিতীয় স্বরের উপরে শ্বাসাঘাত প্রযুক্ত হয়েছে এবং তৃতীয় যৌগিকের প্রথম রূপমূলের প্রথম স্বরের উপরে শ্বাসাঘাত প্রযুক্ত হয়েছে। সুতরাং বলা যায় যে ইংরেজি ভাষার মতো বাংলা যৌগিক শব্দের শ্বাসাঘাত সূত্রশাসিত নয়, বরং আপত্যিক এবং বাংলা যৌগিক শব্দের সংগঠন বিশ্লেষণে রূপধ্বনিতাত্ত্বিক নির্ণায়কটিও বিশেষভাবে বিবেচ্য।

৪.৪ বানানসম্বন্ধীয় নির্ণায়ক

বাংলা যৌগিক শব্দের সংগঠন বিচারে বানান সম্বন্ধীয় নির্ণায়ক বিশেষভাবে বিবেচ্য। কারণ লেখার ক্ষেত্রে কিছু কিছু বাংলা যৌগিক শব্দ প্রথাগতভাবেই একক বানান হিসেবে লিখিত, যেমন – রাজপুত্র, দিবানিদ্রা, গাছপাকা, ছাত্রসমাজ, দেশসেবা, মতবিনিময়। কিছু যৌগিক শব্দের রয়েছে ছেদযুক্ত বানান, যেমন – গায়ে হলুদ, তদন্ত কমিটি, ভাষা আন্দোলন; এবং এছাড়াও রয়েছে হাইফেনযুক্ত বানান, যেমন – নাক-কান-গলা, বেতন-ভাতা, শিক্ষক-কর্মচারী ইত্যাদি। বাংলা যৌগিকের এ বানানরীতি সূত্রশাসিত নয় অর্থাৎ আপত্যিক এবং প্রথাসিদ্ধ।

৪.৫ বাক্যতাত্ত্বিক নির্ণায়ক

যৌগিক শব্দ নির্ণয়ে বাক্যতাত্ত্বিক নির্ণায়কের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ একাধিক শব্দ কিংবা শব্দরূপের সমন্বয়ে গঠিত যৌগিক শব্দ বাক্যে একটি শব্দের ন্যায় অর্থাৎ একটি বাক্যিক ইউনিটের ন্যায় কাজ করে। যেমন, বায়ান্ন-র ভাষা আন্দোলনে পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছে বাক্যে ভাষা আন্দোলনে এবং ছাত্রসমাজ অচ্ছেদ্য শব্দ এবং কোনোভাবেই এ দুটি শব্দের প্রথম শব্দরূপ ভাষা এবং ছাত্র এ বাক্যের পরিপ্রেক্ষিতে আলাদাভাবে ব্যবহার করা যায় না। কারণ বিচ্ছিন্নভাবে ভাষা এবং ছাত্র কোনোভাবেই ভাষা আন্দোলন কিংবা ছাত্রসমাজকে নির্দেশ করে না। ভাষা আন্দোলনে শব্দের আন্দোলন শব্দটির সাথে ‘এ’ বিভক্তি যুক্ত হয়ে সম্প্রসারিত করেছে মূল যৌগিক শব্দটিকে। সুতরাং বাংলা যৌগিক গঠনের ক্ষেত্রে ন্যূনতম দুটি শব্দরূপ যুক্ত হবার ক্ষেত্রে বিভক্তিসূচক বন্ধরূপমূলও যুক্ত হতে পারে, যেমন – কলে (কল + দ্বিতীয়া ‘এ’ বিভক্তি) ছাঁটা, গরুর (গরু + ষষ্ঠী ‘র’ বিভক্তি) গাড়ি এবং এ জাতীয় যৌগিককে বর্গীয় যৌগিক হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। বস্তুত বাক্যতাত্ত্বিক নির্ণায়ক বাক্যে যৌগিক শব্দকে আভিধানিক অখণ্ডতা (Lexical Integrity) দান করে আর এর ফলে ওই যৌগিক শব্দের মাঝে অন্য কোনো রূপতাত্ত্বিক উপাদান স্থান নিতে পারে না।

৫. বাংলা যৌগিক শব্দের রূপনির্মাণ কৌশল

বাংলা ভাষার যৌগিক শব্দের রূপতাত্ত্বিক নির্মাণকৌশল বলতে এখানে প্রাথমিকভাবে যৌগিক শব্দ গঠনের শর্তকে নির্দেশ করা হয়েছে এবং এ শর্তের ওপরে নির্ভর করে

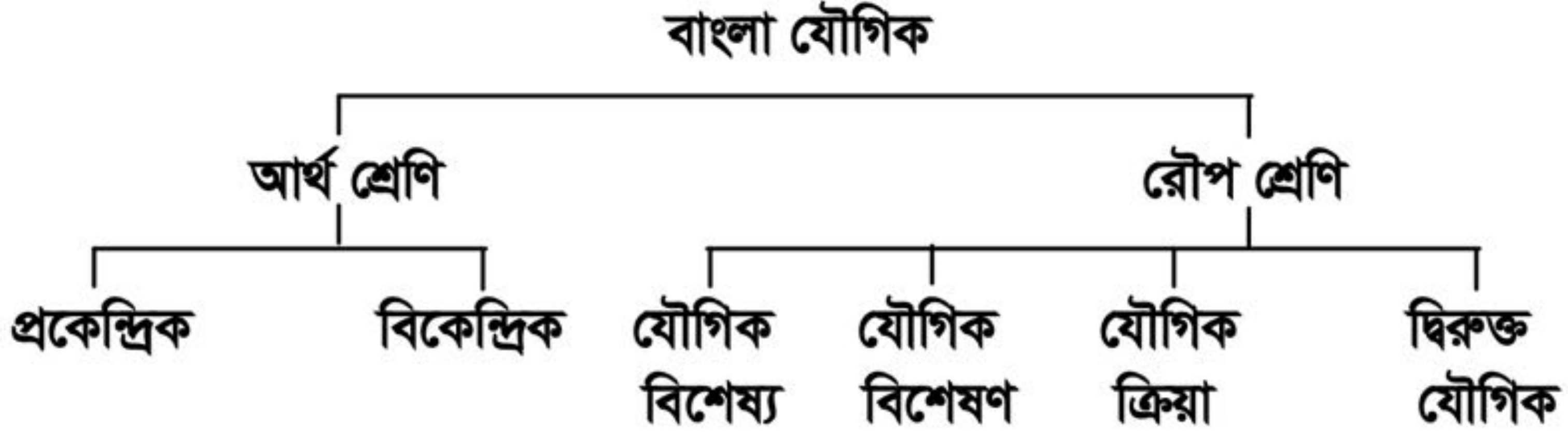
যৌগিক শব্দের শ্রেণিকরণ এবং এর সংগঠন বিশ্লেষণকে বোঝানো হয়েছে। যৌগিক শব্দ গঠনের দুটি মূল শর্ত রয়েছে, এর একটি হলো সাংগঠনিক শর্ত এবং অন্যটি বাগার্থিক শর্ত। এছাড়াও পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে যে ধ্বনিতাত্ত্বিক, বাক্যিক এবং বানান-সম্বন্ধীয় নির্ণায়কের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলিও যৌগিক শব্দ গঠনের শর্ত হিসেবে ভূমিকা পালন করে। বাগার্থিক শর্ত নির্দেশ করে যে দুটি শব্দ উপাদান নিয়ে গঠিত যৌগিক শব্দটি একটি ভিন্ন অর্থ বহন করবে এবং এই অর্থটি অংশী উপাদান দুটির অর্থের সংলগ্ন হতে পারে কিংবা নাও হতে পারে (Carstairs-McCarthy, ২০০২ : ৬০)। নতুন যৌগিক শব্দটি যদি অংশী উপাদানগুলির অর্থের সংলগ্ন কোনো অর্থ না বুঝিয়ে স্বতন্ত্র (Idiosyncratic) অর্থ প্রকাশ করে তবে তাকে বলে বিকেন্দ্রিক যৌগিক (Exocentric Compound) (Bauer, ২০০৩ : ২৩৯)। বাংলায় বহুব্রীহি সমাসবদ্ধ পদগুলি এ ধরনের যৌগিক শব্দ, যেমন : নদীমাতৃক (অপ্রাণিবাচক ‘নদী’ কখনো ‘মা’ হতে পারে না), জীবন্যুত (বস্তুত জীবিত এবং মৃত এ দুটি অবস্থা একসঙ্গে ধারণ করা সম্ভব নয়)। অন্যদিকে, যৌগিক শব্দটি যদি অংশী শব্দ উপাদানগুলির অর্থের সংলগ্ন কোনো অর্থ প্রকাশ করে তাকে বলে প্রকেন্দ্রিক যৌগিক (Endocentric Compound) (Bauer, ২০০৩ : ২৩৯)। বাংলা ভাষার প্রকেন্দ্রিক যৌগিক হিসেবে কর্মধারয় সমাসকে নির্দেশ করা যায়, যেমন : নীলপদ্ম (নীল যে পদ্ম), নরাধম (অধম যে নর)। সাংগঠনিক শর্ত নির্দেশ করে যে যৌগিক শব্দ গঠন করতে কমপক্ষে দুটি শব্দ কিংবা শব্দরূপ লাগবে। উল্লেখ থাকে যে এ শব্দরূপ বা সমস্যমানপদগুলির একটি ‘পূর্বপদ’ এবং অপরটি ‘পরপদ’। এ শব্দরূপ ধাতু (root), এবং (অথবা) অঙ্গ (stem / base) নিয়ে গঠিত হবে (Lieber, ২০০৯ : ৪৩)। এ ধরনের সমস্ত পদে সাধারণত পরপদটি শির (Head) হিসেবে কাজ করে এবং এ পরপদের শ্রেণির দ্বারাই নবগঠিত সমস্ত পদের শ্রেণি নির্ধারিত হয়, যেমন: আকাশ (বি) + নীল (বিন) = আকাশনীল (বিন)। বাউয়ার প্রকেন্দ্রিক ও বিকেন্দ্রিক যৌগিকের পাশাপাশি আরেকটি যৌগিক শ্রেণি নির্দেশ করেছেন, সেটি হলো ‘দ্বন্দ্ব’ যৌগিক (Bauer, ২০০৩ : ২৩৯)।

৫.১ বাংলা যৌগিক শব্দের শ্রেণিকরণ : সমস্যা ও প্রস্তাবনা

প্রথাগত ব্যাকরণে সমাস বর্ণনায় প্রধান সমস্যা হলো এর শ্রেণিকরণ। প্রকৃতপক্ষে সমাসের শ্রেণিকরণের প্রক্রিয়াটি বিশৃঙ্খল, এবং এ কারণেই সমাসের শ্রেণিসমূহ জটিল। কারণ প্রথাগত ব্যাকরণে সমাসের প্রতিটি শ্রেণিকে একদিকে যেমন অর্থের ভিত্তিতে বিভিন্ন উপশ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে, অন্যদিকে একইসঙ্গে গঠননির্ভর শ্রেণিও নির্দেশ করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে এখানে উল্লেখ করা যায় যে চৌধুরী ও চৌধুরীকৃত ব্যাকরণে (২০১৬ : ৬১) দ্বন্দ্ব সমাসের এগারোটি উপশ্রেণি উল্লেখ করা হয়েছে, যথা : ১. মিলনার্থক শব্দযোগে, ২. বিরোধার্থক শব্দযোগে, ৩. বিপরীতার্থক শব্দযোগে, ৪. অঙ্গবাচক শব্দযোগে, ৫. সংখ্যাবাচক শব্দযোগে, ৬. সমার্থক শব্দযোগে, ৭. প্রায় সমার্থক ও সহচর শব্দযোগে, ৮. দুটি সর্বনামযোগে, ৯. দুটি ক্রিয়াযোগে, ১০.

দুটি ক্রিয়া বিশেষণযোগে এবং ১১. দুটি বিশেষণযোগে। এখানে দ্বন্দ্ব সমাসের এগারোটি উপশ্রেণির মধ্যে প্রথম সাতটি অর্থনির্ভর এবং শেষ চারটি গঠননির্ভর। একইভাবে কর্মধারয় সমাস, তৎপুরুষ সমাস, বহুব্রীহি সমাস, দ্বিগু সমাস ও অব্যয়ীভাব সমাসের ক্ষেত্রেও গঠন এবং অর্থের ভিত্তিতে বস্তুত সমাসের একটি আপাত বিশৃঙ্খল শ্রেণিকরণ করা হয়েছে। বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (২০১১) গ্রন্থে সমাসের যে শ্রেণিকরণ প্রস্তাব করা হয়েছে সেটি আরো সমস্যাপূর্ণ। এ গ্রন্থে ‘অর্থন্যাস-নির্ভর’ মোট ১৮ প্রকার সমাস নির্দেশ করা হয়েছে যেগুলি মূলত প্রথাগত ব্যাকরণের চারটি সমাস যথা : দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, কর্মধারয় এবং বহুব্রীহি সমাসকে নির্ভর করে প্রস্তাব করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে ‘তৎপুরুষ কারকলোপী’, ‘কর্তৃকারকলোপী কর্তা তৎপুরুষ’, ‘কর্মকারকলোপী কর্মতৎপুরুষ’, ‘অপাদানলোপী অপাদান তৎপুরুষ’-এর মতো সমাস, যেগুলি কেবল শব্দের অর্থই নয়, কারক-বিভক্তির ব্যবহারনির্ভর উপশ্রেণি। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, এই কারক-বিভক্তির ব্যবহার ওই সকল সমস্ত পদ যে বিগ্রহবাক্য নির্দেশ করে সেই সকল বিগ্রহবাক্যের উপাদান; যেমন : *বিলাত ফেরত* (বিলাত থেকে ফেরত), *বিয়েপাগলা* (বিয়ের জন্য পাগলা) ইত্যাদি। বস্তুত ভাষীর স্বতঃস্ফূর্ত বাক্য গঠনে সমস্ত পদটিই ব্যবহৃত হয়, বিগ্রহ বাক্য নয়; যেমন : *বিলাতফেরত মেয়েটি গতকাল বাড়িতে এসেছিল* বাক্যটির তুলনায় *বিলাত থেকে ফেরত মেয়েটি গতকাল বাড়িতে এসেছিল* বাক্যটি কৃত্রিম। *বিলাতফেরত মেয়েটি গতকাল বাড়িতে এসেছিল* বাক্যে বিশেষ্য পদ (বি.প.) *বিলাতফেরত মেয়েটি* যেখানে ‘বিলাত ফেরত’ মোডিফাই করছে বাক্যের কর্তা ‘মেয়েটি’কে তাই এটি যৌগিক বিশেষণ যার গঠন ‘বিশেষ্য + বিশেষণ’ হিসেবে প্রস্তাব করা যায় প্রশ্নাতীতভাবেই। একইভাবে ‘বিয়ে পাগলা’ শব্দটিও একটি যৌগিক বিশেষণ। উপরন্তু এ শব্দটিতে ‘বিয়ে পাগল’ শব্দটির সঙ্গে সাধিত বদ্ধরূপমূল (Inflectional Bound Morpheme) ‘আ’ প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে। সুতরাং যৌগিক শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে প্রথাগত ব্যাকরণে যে কারক-বিভক্তির উল্লেখ করা হয় সেটিকে সাধিত বদ্ধরূপমূল এবং সম্প্রসারিত বদ্ধরূপমূল হিসেবে ব্যাখ্যা করলে সমাসের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যার সাধারণীকরণ সম্ভব হয়। এছাড়া এ ধরনের যৌগিক শব্দগুলো যেহেতু বাক্যে ‘পদ’ হিসেবেই ব্যবহৃত হয়, বর্গ হিসেবে নয় তাই বলা যায় কারক-বিভক্তির প্রাসঙ্গিকতা বর্গ গঠনে বিবেচ্য, যৌগিক শব্দ গঠনে নয়। তবে বাংলা ভাষায় গরুর গাড়ি, যাচ্ছেতাই, না-দেখা ফুলে – এ জাতীয় বর্গীয় যৌগিকও রয়েছে। বাংলা একাডেমি প্রণীত ব্যাকরণ গ্রন্থে উল্লিখিত তৎপুরুষ সমাসের মতো প্রস্তাবিত কর্মধারয় সমাসেরও প্রাথমিক পাঁচটি উপশ্রেণি কর্মধারয় সমাসের ধারণাটিকে অধিকতর জটিল করে তুলেছে। যদিও এগুলির মধ্যে কর্মধারয় (বর্ণন) সমাসের উপশ্রেণিসমূহ কেবল গঠননির্ভর এবং এ কারণেই এটি সহজবোধ্য। উল্লেখ্য, ভাষার রূপতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া বর্ণনার একটি অন্যতম শর্ত হলো এ বর্ণনাকে অবশ্যই সহজবোধ্য এবং বাহুল্যবর্জিত হতে হবে এবং ব্যাখ্যাটিকে সাধারণ (General) হয়ে উঠতে হবে। এ বিষয়টির প্রতি

লক্ষ রেখে এবং বর্তমান প্রবন্ধে উপস্থাপিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা যৌগিককে আর্থ ও রৌপ শ্রেণিতে বিভক্ত করা যেতে পারে এবং এরপর পদশ্রেণির ভিত্তিতে রৌপ শ্রেণির উপশ্রেণিতে বিভক্ত করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, এ শ্রেণিকরণে ম্যাকারথি (২০০২) নির্দেশিত ইংরেজি যৌগিক শব্দের শ্রেণিকরণের পদ্ধতিটি প্রাসঙ্গিকভাবেই প্রযোজ্য হতে পারে। নিচে ছকের সাহায্যে এ শ্রেণিকরণ উপস্থাপন করা হলো।



উল্লিখিত শ্রেণিকরণে বাংলা রৌপ যৌগিক গঠনে অংশী পদসমূহের পদশ্রেণির ভিত্তিতে বিভাজিত উপশ্রেণিসমূহের পাশাপাশি ‘দ্বিরুক্ত যৌগিক’ উপশ্রেণি নির্দেশ করা হয়েছে যদিও এটি গঠনে অংশী পদসমূহের পদশ্রেণির সক্রিয় ভূমিকা নেই। দ্বিরুক্ত যৌগিক একান্তই গঠননির্ভর বলেই এটিকে রৌপ শ্রেণির উপশ্রেণি হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৫.২ বাংলা যৌগিক শব্দের সংগঠন

এ পর্যায়ে বর্তমান প্রবন্ধে প্রস্তাবিত বাংলা যৌগিক শব্দের শ্রেণি অনুসারে এগুলির সংগঠন বিশ্লেষণ করা হবে। উল্লেখ থাকে যে, বর্তমান প্রবন্ধে ৩ সংখ্যক অনুচ্ছেদে ইতোমধ্যেই প্রকেন্দ্রিক ও বিকেন্দ্রিক যৌগিক অর্থাৎ আর্থ যৌগিক সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে তাই বর্তমান অনুচ্ছেদে কেবল রৌপ যৌগিক সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হবে।

৫.২.১ যৌগিক বিশেষ্য

বাংলা ভাষায় বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়া সহযোগে যৌগিক বিশেষ্য গঠিত হয়। এছাড়া সর্বনামের সঙ্গে সর্বনাম সহযোগে যে যৌগিক গঠিত হয় সেটিও যৌগিক বিশেষ্য। কারণ সর্বনাম বস্তুত বিশেষ্যরই একটি প্রকরণ। যৌগিক বিশেষ্যের সংগঠন নিচে দেখানো হলো :

উল্লেখ থাকে যে, এ ক্ষেত্রে কেবল যৌগিক শব্দের সংগঠন দেখানোর জন্য সমস্যমান পদসমূহের মাঝে হাইফেন ব্যবহার করা হয়েছে।

ক. বিশেষ্য-বিশেষ্য (বি.বি.) : জজ-সাহেব, চুরি-বিদ্যা, বাবা-মা, চা-বিস্কুট, স্বর্গ-নরক, হাট-বাজার, ছাত্র-ছাত্রী, ছাত্র-সমাজ, রাজ-পুত্র।

খ. বিশেষণ-বিশেষ্য (বিন.বি.) : নীল-কণ্ঠ, ধীর-বুদ্ধি, উচ্চ-শির, খোশ-মেজাজ, মহা-নবি।

গ. সর্বনাম-সর্বনাম (স.স.) : যা-তা, যেখানে-সেখানে, তুমি-আমি।

ঘ. ক্রিয়া-বিশেষ্য (ক্রি.বি.) : হারানো-সম্পত্তি।

বাংলা ভাষার যৌগিক বিশেষ্যসমূহের মধ্যে বিশেষ্য ও বিশেষ্য যোগে গঠিত যৌগিক বিশেষ্যের ব্যবহার সর্বাধিক। এ ক্ষেত্রে দুইয়ের অধিক বিশেষ্য পদ মিলেও যৌগিক বিশেষ্য গঠিত হয়, যেমন : সাহেব-বিবি-গোলাম, হাত-পা-নাক-চোখ-মুখ। লক্ষণীয় যে, প্রথাগত ব্যাকরণের দ্বন্দ্ব, কর্মধারয়, তৎপুরুষ, ও বহুব্রীহি সমাসের যেসকল উদাহরণ রয়েছে তার মধ্যে যৌগিক বিশেষ্যের দেখা মেলে।

৫.২.২ যৌগিক বিশেষণ

বাংলা ভাষায় সাধারণত বিশেষ্য ও বিশেষণযোগে যৌগিক বিশেষণ গঠিত হয়ে থাকে। যৌগিক বিশেষণের সংগঠন নিচে দেখানো হলো :

ক. বিশেষ্য-বিশেষণ (বি.বিণ) : বিয়ে-পাগলা, বিদ্যা-হীন, মৎস্য-গন্ধা, তুষার-শুভ্র, অরুণ-রাঙা, ভোজন-পটু, দান-বীর।

খ. বিশেষণ-বিশেষণ (বিণ.-বিণ.) : ভালো-মন্দ, কম-বেশি, আসল-নকল, চালাক-চতুর।

৫.২.৩ যৌগিক ক্রিয়া

বাংলা ভাষার সাধারণত ক্রিয়া এবং বিশেষ্যযোগে যৌগিক ক্রিয়া গঠিত হয়। নিচে যৌগিক ক্রিয়ার সংগঠন দেখানো হলো :

ক. ক্রিয়া-ক্রিয়া : ধোয়া-মোছা, যাওয়া-আসা, দেখা-শোনা, লেখা-পড়া, ডুব-মারা;

খ. বিশেষ্য+ক্রিয়া : মন-গড়া, মাছি-মারা, গুরু-ভক্তি, রথ-দেখা, গা-ঢাকা, মধু-মাখা, বাক্স-বন্দি, বস্তা-পচা, রাত-কানা, মন-মরা।

৫.২.৪ দ্বিরুক্ত যৌগিক

বাংলা প্রথাগত ব্যাকরণে ‘দ্বিরুক্ত শব্দ’ বলতে যে ধরনের শব্দ নির্দেশ করা হয় সেগুলিকেই যৌগিক শব্দের গঠনগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে (শব্দের দ্বিত্ব ব্যবহার) ‘দ্বিরুক্ত যৌগিক’ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কারণ প্রথাগত ব্যাকরণ অনুযায়ী “কোনো কোনো শব্দ, পদ বা অনুকার শব্দ, একবার ব্যবহার করলে যে অর্থ প্রকাশ করে, সেগুলো দুইবার ব্যবহার করলে অন্য কোনো সম্প্রসারিত অর্থ প্রকাশ করে। এ ধরনের শব্দের পরপর দুইবার প্রয়োগেই দ্বিরুক্ত শব্দ গঠিত হয়।” (চৌধুরী ও চৌধুরী, ২০১৬ : পৃ. ৪৯) অর্থাৎ প্রথাগত ব্যাকরণ অনুসারে ‘অনুকার’ এবং ‘প্রতিধ্বন্যাত্মক’ শব্দসমূহই দ্বিরুক্ত যৌগিক, যেমন : রাশি রাশি, ধামা ধামা, জ্বর জ্বর, মিট মাট, বকা বকা, ভাত টাত ইত্যাদি। বাংলা ভাষার দ্বিরুক্ত যৌগিকসমূহকে প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে: ক. আংশিক দ্বিরুক্ত যৌগিক এবং খ. পূর্ণ দ্বিরুক্ত যৌগিক।

ক. আংশিক দ্বিরুক্ত যৌগিক : যে সকল দ্বিরুক্ত যৌগিকের ক্ষেত্রে পূর্বপদটি আংশিক বিকৃত হয়ে পরপদ হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেই সকল দ্বিরুক্ত যৌগিককে আংশিক দ্বিরুক্ত

যৌগিক বলে, যেমন : ছটফট, নিশাপিশ, টাপুর-টুপুর, গল্প-সল্প, তোড়-জোড়, টপাটপ, কাপড়-চোপড়, হাতে-নাতে ইত্যাদি। কখনো কখনো বিকৃত পদটি পরপদে না বসে পূর্বপদ হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে, যেমন: অলি-গলি।

খ. পূর্ণ দ্বিরুক্ত যৌগিক : পূর্বপদটি অবিকল পরপদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে পূর্ণ দ্বিরুক্ত যৌগিক গঠন করে, যেমন : লাল-লাল, কুট-কুট, টপ-টপ, মিন-মিন, মিউ-মিউ, ঝন-ঝন, টিপ-টিপ ইত্যাদি।

উল্লেখ থাকে যে প্রথাগত ব্যাকরণে দ্বিরুক্ত যৌগিকসমূহকে ‘ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস’ হিসেবে দেখানো হয়ে থাকে এবং একইসঙ্গে ‘দ্বিরুক্ত শব্দ’ হিসেবে উল্লেখ করা হয় যা ‘দ্বিরুক্ত শব্দ’ অধ্যায়ে আলোচিত হয়। এক্ষেত্রে এ জাতীয় শব্দসমূহকে ‘দ্বিরুক্ত যৌগিক’ হিসেবে গ্রহণ করলে এতৎসম্পর্কিত আলোচনার পৌনঃপুনিকতা এবং দ্ব্যর্থতা দুটোই এড়ানো সম্ভব।

৫.৩ বর্গীয় যৌগিক

বাক্যে এমন কিছু শব্দজোড় ব্যবহৃত হয় যা একাধিক শব্দ এবং প্রত্যয়াদি (কারক-বিভক্তি) অর্থাৎ বন্ধরূপমূল সহযোগে গঠিত হয় এবং বাক্যে একটি বর্গের ন্যায় ভূমিকা পালন করে, যেমন গরুর গাড়ি, মামার বাড়ি, আবালবৃদ্ধবণিতা, আসমুদ্রহিমাচল, আপাদমস্তক, যাচ্ছেতাই, না-দেখা ফুলে ইত্যাদি। এ ধরনের শব্দজোড়কে বর্গীয় যৌগিক বলা যেতে পারে। বাংলা ভাষার যৌগিক শব্দের ক্ষেত্রে এ জাতীয় বর্গীয় যৌগিক অত্যন্ত সৃষ্টিশীল একটি ক্ষেত্র। কারণ ভাষী তার সহজাত ভাষাবোধ কাজে লাগিয়ে প্রতিনিয়ত বাক্যে এধরনের অজস্র বর্গীয় যৌগিক উৎপাদন করে থাকে।

প্রথাগত ব্যাকরণে কদর্থ (কু-অর্থ), কদাচার (কু-আচার), উপকূল, প্রতিবাদ, অনুগমন – এজাতীয় শব্দকে সমাস হিসেবে গ্রহণ করা হলেও এগুলি সমস্তপদ বা যৌগিক শব্দ নয়, কারণ প্রকৃত প্রস্তাবে এগুলি উপসর্গ বা বন্ধরূপমূল যোগে গঠিত জটিল শব্দ।

৬. যৌগিক শব্দের সংগঠন বিশ্লেষণ

যৌগিক শব্দের সংগঠন বিশ্লেষণে ১৯৮৩ সালে রাজেন্দ্র সিংহ ও অ্যালান ফোর্ড প্রস্তাবিত Whole Word Morphology অর্থাৎ অখণ্ড রূপতত্ত্ব অত্যন্ত কার্যকরী। কারণ অখণ্ড রূপতত্ত্বে শব্দকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এককে ব্যবচ্ছেদ না করে একটি পূর্ণ শব্দের ওপরে শব্দ নির্মাণ সূত্র প্রযুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয় বলে দাবি করা হয় (Haspelmath & Sims, ২০১০, ৪৬)। অখণ্ড রূপতত্ত্বের সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়েও সন্দেহহীনভাবেই দাবি করা যায় যে অখণ্ড রূপতত্ত্বের মডেল দ্বারাই কেবল বাংলা ভাষার সর্বাধিক সংখ্যক যৌগিক শব্দের সংগঠন বিশ্লেষণ করা সম্ভব। পাণিনীয় আনবিক রূপতত্ত্ব (Morpheme Based Morphology) দ্বারা কেবল বিশ্লেষণীয় প্রণালিবদ্ধ (Concatenative) শব্দসমূহের সংগঠন বিশ্লেষণ করা যায়। পক্ষান্তরে অখণ্ড রূপতত্ত্বের দ্বারা কেবল বিশ্লেষণীয় প্রণালিবদ্ধ শব্দসমূহই নয়, বরং যৌগিক, দ্বিরুক্ত এবং ইংরেজি ভাষার পশ্চাৎ-সংগঠন (Back Formation) প্রক্রিয়ায় গঠিত শব্দসমূহও বিশ্লেষণ করা

সম্ভব। বস্তুত দ্বিরুক্ত যৌগিকের মতো পশ্চাৎ-সংগঠন প্রক্রিয়ায় গঠিত শব্দও যৌগিক শব্দেরই প্রকরণ। অথও রূপতত্ত্বের মডেলে শব্দ-স্কেমা (Word-Schema) এবং রূপতাত্ত্বিক বিনিময়ের (Morphological Correspondence) সাহায্যে শব্দের সংগঠন বিশ্লেষণ করা যায়। শব্দ-স্কেমার দ্বারা বিশ্লেষণীয় প্রণালিবদ্ধ শব্দের সংগঠন বিশ্লেষণ করা যায় এবং এ শব্দ-স্কেমা মূলত আনবিক রূপতত্ত্বের আভিধানিক ভুক্তির (Lexical Entry) সমান্তরাল। কারণ আভিধানিক ভুক্তির মতো শব্দ-স্কেমার দ্বারাও শব্দের ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ তার উচ্চারণ, অর্থ রূপতাত্ত্বিক নির্মাণ উপস্থাপিত হয়। অন্যদিকে রূপতাত্ত্বিক বিনিময়ের সাহায্যে যৌগিক শব্দের সংগঠন বিশ্লেষণ করা যায়। বস্তুত শব্দ-স্কেমার পৌনঃপুনিক উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে যৌগিক শব্দের সংগঠন বিশ্লেষণ করা হয় এবং দুটি শব্দ-স্কেমাসমূহকে তীর চিহ্ন দিয়ে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে মূলত ওই শব্দ-স্কেমাগুলির মধ্যকার রূপতাত্ত্বিক বিনিময় নির্দেশ করা হয়। সুতরাং রূপতাত্ত্বিক বিনিময়ের দ্বারা যৌগিক শব্দের ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য, অর্থ, পদশ্রেণি এবং রূপতাত্ত্বিক নির্মাণ এসব কিছুই উপস্থাপন করা সম্ভব।

(৬.১) ক. যৌগিক বিশেষ্য(বি+বি) : ছাত্র-ছাত্রী, বাবা-মা, চা-বিস্কুট

খ.

$$\left[\begin{array}{c} /x/ \text{ বি} \\ 'x' \end{array} \right] \text{ এবং } \left[\begin{array}{c} /y/ \text{ বি} \\ 'y' \end{array} \right] \longleftrightarrow \left[\begin{array}{c} /xy/ \text{ বি} \\ X \text{ এবং } Y \end{array} \right]$$

(৬.২) ক. যৌগিক বিশেষণ (বিণ+বিণ) : মৎস্য-গন্ধা, তুষার-শুভ্র, অরণ-রাঙা

খ.

$$\left[\begin{array}{c} /x/ \text{ বিণ} \\ 'x' \end{array} \right] \text{ এবং } \left[\begin{array}{c} /y/ \text{ বিণ} \\ 'y' \end{array} \right] \longleftrightarrow \left[\begin{array}{c} /xy/ \text{ বিণ} \\ X \text{ এর ন্যায় } Y \end{array} \right]$$

(৬.৩.১) ক. পূর্ণাঙ্গ দ্বিরুক্ত যৌগিক : লাল-লাল, ফুলে-ফুলে

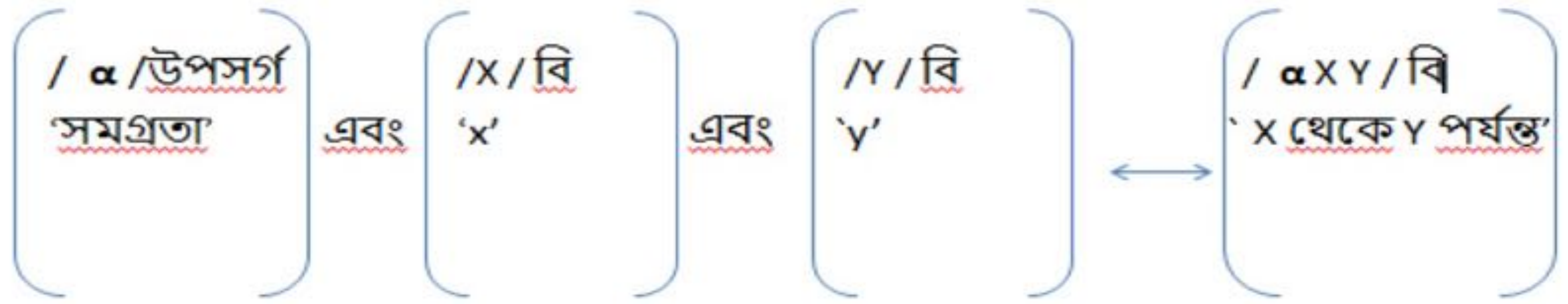
$$\left[\begin{array}{c} /x/ \text{ বিণ} \\ 'x' \end{array} \right] \text{ এবং } \left[\begin{array}{c} /x/ \text{ বিণ} \\ 'x' \end{array} \right] \longleftrightarrow \left[\begin{array}{c} /xx/ \text{ বিণ} \\ \text{'বহুবচন সূচক'} \end{array} \right]$$

বসে-বসে, উড়ে-উড়ে

$$\left[\begin{array}{c} /x/ \text{ অসমাপিকা ক্রি} \\ 'x' \end{array} \right] \text{ এবং } \left[\begin{array}{c} /x/ \text{ অসমাপিকা ক্রি} \\ 'x' \end{array} \right] \longleftrightarrow \left[\begin{array}{c} /xx/ \text{ অসমাপিকা ক্রি} \\ \text{'পৌনঃপুনিক'} \\ \text{'অসমাপিকা ক্রিয়া'} \end{array} \right]$$

বাংলা ভাষার কিছু পূর্ণাঙ্গ কিংবা আংশিক দ্বিরুক্ত যৌগিক শব্দের পূর্বপদ কিংবা পরপদ কিংবা উভয় পদ হিসেবে এমন কিছু ‘শব্দ’ ব্যবহৃত হয় যেগুলির স্বতন্ত্র শব্দ হিসেবে কোনো আভিধানিক অস্তিত্ব নেই এবং কোনো স্বতন্ত্র অর্থও নেই, কিন্তু দ্বিরুক্ত যৌগিক গঠন করবার পরে সেগুলি অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে, যেমন : কুট-কুট, টপটপ, ভাত-টাত, কাড়াকাড়ি। অখণ্ড রূপতত্ত্বের মডেলের এটি একটি সীমাবদ্ধতা যে এই ধরনের যৌগিক শব্দ এ মডেলের সাহায্যে উপস্থাপন করা যায় না। কারণ এ মডেলে শব্দের পদশ্রেণি উপস্থাপিত কিন্তু যে শব্দের আভিধানিক অস্তিত্বই নেই তার পদশ্রেণি উপস্থাপন অসম্ভব।

(৬.৪) ক. বর্গীয় যৌগিক : আসমুদ্রহিমাচল, আপাদমস্তক



অখণ্ড রূপতত্ত্বের রূপতাত্ত্বিক বিনিময় মডেলের সাহায্যে আসমুদ্রহিমাচল, আপাদমস্তক কিংবা গরুর গাড়ি, পাতার বাঁশি জাতীয় বর্গীয় যৌগিকের সংগঠন বিশ্লেষণ করা গেলেও না-দেখা ফুলে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ-এর মতো বর্গীয় যৌগিক বিশ্লেষণ কষ্টসাধ্য, এমনকি কিছুক্ষেত্রে অসম্ভবও বটে।

৬. উপসংহার

কেবল বাংলা ভাষাই নয়, সম্ভবত প্রায় সকল ভাষার যৌগিক শব্দসমূহ ভাষাবিজ্ঞানীদের কাছে অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। কারণ যৌগিক শব্দ ভাষার একটি সৃষ্টিশীল ক্ষেত্র। বাংলা প্রচলিত ব্যাকরণ গ্রন্থসমূহে ‘সমাস’ কিংবা ‘যৌগিক শব্দ’ কেন্দ্রিক আলোচনার অসংগতি থেকে উত্তরণের অনুপ্রেরণা থেকেই মূলত বর্তমান প্রবন্ধটি রচিত। এ প্রবন্ধে প্রথাগত ব্যাকরণের ‘সমাস’ পর্যালোচনার ক্ষেত্রে জটিল শ্রেণিকরণ এড়িয়ে তুলনামূলকভাবে সরল শ্রেণিকরণ প্রস্তাবিত হয়েছে। একইসঙ্গে সমাসের তৎসম শব্দ প্রভাবিত শ্রেণিনামের শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে পদশ্রেণিনির্ভর শ্রেণিনাম প্রস্তাব করা হয়েছে যা সহজবোধ্য এবং অধিকতর ভাষাবিজ্ঞানসম্মত। উল্লেখ্য, বর্গীয় যৌগিককে যৌগিক শব্দের মূল শ্রেণিতে উল্লেখ করা হয়নি কারণ তাতে বর্ণনাটি আরও ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। যৌগিক শব্দের সংগঠন বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সকল ধরনের দ্বিরুক্ত যৌগিক এবং বর্গীয় যৌগিক অখণ্ড রূপতত্ত্বের মডেলের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা যায় না। বস্তুত একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে এ ধরনের ব্যতিক্রমী সীমাবদ্ধতা অত্যন্ত স্বাভাবিক আর এ ধরনের সীমাবদ্ধতা আছে বলেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ইত্যাদি সম্ভব।

গ্রন্থপঞ্জি

- ইসলাম, রফিকুল ও সরকার, পবিত্র (সম্পাদিত) (২০১১)। প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ। ঢাকা : বাংলা একাডেমি
- চৌধুরী, মুনীর ও চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার (২০১৬)। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ। ঢাকা : জাতীয় কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
- দাশ, নির্মল (১৪০৭ বঙ্গাব্দ)। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ। কলকাতা : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
- ভট্টাচার্য, শিশির (২০১৩)। অন্তরঙ্গ ব্যাকরণ। ঢাকা : নবযুগ প্রকাশনী
- সরকার, পবিত্র (২০০৬)। বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং
- সেন, কবিরাজ বিনোদলাল (সম্পাদিত) (২০০৫)। ভট্টজীদিক্ষীত বিরচিত সিদ্ধান্তকৌমুদী পূর্বার্ধ প্রথম খণ্ড। কলকাতা : স্বদেশ
- সেন, সুকুমার (২০০৫)। ভাষার ইতিবৃত্ত। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
- Bauer, Laurie (2003). *Introducing Linguistic Morphology*. Edinburgh: Edinburgh University Press
- Carstairs-McCarthy, Andrew (2002). *An Introduction to English Morphology*. Edinburgh: Edinburgh University Press
- Haspelmath, Martin & Sims, Andrea D. (2010). *Understanding Morphology*. 2nd Edition. London: Hodder Education
- Lieber, Rochelle. (2009). *Introducing Morphology*. Cambridge: Cambridge University Press